শিশু-কিশোরদের শ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত করতে
তাদের আদর্শবান হিসাবে গড়ে তুলতে

শ্রেষ্ঠ গুণের খোঁজে

আখলাক সিরিজ

(১-১০)

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

স্বরবর্ণ
প্রকাশন

উমর ছুটতে ছুটতে ঘরে প্রবেশ করল। বোনকে লক্ষ করে বলল,

'আপু, এই আপু, আমার বন্ধু আহমদকে তো তুমি জানো! আমার খেলনাটা নিয়ে ও নিজের খেলনাটা আমাকে দিয়ে দিতে রাজি হয়েছে! মজা না?'

'কিন্তু উমর, তোমার খেলনাটা তো পুরোনো—ভাঙা, সেটা কি আহমদ জানে? ওকে এ ব্যাপারে কিছু বলেছ?'

'কিচ্ছু বলিনি তো! বলতে হবে কেন?! বললে তো ও নেবেই না!'

'উমর, না-বলাটা একদম ঠিক হবে না, আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে! বলতেই হবে! জানাতেই হবে! নইলে পরে ও যখন জানতে পারবে—খুউব কষ্ট পাবে। অনেক মন খারাপ করবে। নিজের খেলনার দোষের কথাটা ওকে যদি তুমি জানাও, তাহলে তুমি একজন আমানতদার। এই আমানতদারি খুব দরকারি একটি গুণ। এই গুণ থাকলে তোমাকে সবাই পছন্দ করবে, ভালোবাসবে, কাছে টানবে। আর না থাকলে সব্বাই তোমাকে অপছন্দ করবে, পচা বলবে, বাজে বলবে।'

শত্রুতার জায়গা দখল করে নিল—স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা।
ব্যস, সবাই তখন মারামারি হানাহানি সব বাদ দিয়ে...
রক্তারক্তি সব ছেড়ে দিয়ে...
বিভেদ-বিভাজন (ঝগড়া-ফাসাদ) সব ভুলে গিয়ে,
হয়ে গেল ভাই ভাই।
আপন ভাইয়ের চেয়েও আরও বেশি আপন।
আল্লাহর নবী তাদেরকে গড়ে তুললেন কুরআনের শিক্ষায়। বললেন—
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একে অপরের সাথে মিশে যাও!
সবাইকে শোনালেন কুরআনের এই বাণী—
'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধরো! আর একজন আরেকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।...'

কুরআনের আয়াত শুনে মা বললেন,
'হ্যাঁ, এটিই মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণ। তারা সবাই থাকবে মিলেমিশে। কাজ করবে একসঙ্গে। ভালো ভালো কাজ। মন্দ কোনো কাজ করবে না। মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকবে, অনেক দূরে। বরং মন্দ কাজ এড়িয়ে চলবে। ঘৃণা করবে। ভীষণ অপছন্দ করবে। আল্লাহ কুরআনে আরও বলেছেন—
'সবাই মিলে তোমরা (শুধু) ভালো কাজে ও তাকওয়ার কাজে একজন আরেকজনকে সাহায্য করো। সাবধান! গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা

বাবা—

'মাশাআল্লাহ! উমর, আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় করুন! সুন্দর তো বিনয় শিখেছ! কী সুন্দর বিনয়ভরা কথা! আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন! আচ্ছা বলো তো সবাই, এক কাজ করলে কেমন হয়? আমি এখন তোমাদেরকে একটা গল্প শোনাতে চাই। এই বিনয় নিয়ে। কী মত তোমাদের? রাজি?!'

সবাই একরাজ্য কৌতূহল নিয়ে বলল,

'অবশ্যই বাবা, আমরা রাজি। বিনয় নিয়ে আমরা গল্প শুনতে চাই।'

বিকেলের আসরটা একটু পরই বসবে। বাইরে থেকে বাবা ফিরে এসে সবাইকে ডাকলেন।
'এই তোমরা কে কোথায়, এসো জলদি!'
সবাই ছুটে এলো। সালাম দিলো। বলল, 'কেমন আছ বাবা!'
'আলহামদুলিল্লাহ, আগামীকাল তোমাদের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, প্রস্তুতি কেমন নিয়েছ বলো তো?'

ডাকাতসর্দার এ কথা শুনে যেমন চমকে উঠল তেমনই লোভ লোভ চোখে জানতে চাইল,

'কোথায় সেগুলো?! দেখাও!'

ইমাম শাফেয়ি তখন একটা একটা করে বের করে দিলেন সব স্বর্ণমুদ্রা। ডাকাতসর্দার ডাকাতি নিষ্ঠুরতায় তা নিয়ে চলে যেতে পারল না।

মাথাটা নিচু করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতায় কী যেন ভাবল, তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল! তার মনে পরিবর্তনের এক মহা ঝড় বয়ে যেতে লাগল! বলতে লাগল বালক শাফেয়ির সত্যস্নাত নির্মল মুখের দিকে তাকিয়ে,

বাবা—
'উমর, তোমাকে আজ এত খুশি খুশি লাগছে যে! ব্যাপার কী—বলো তো!'
উমর—
'আজ একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। আমার প্রিয় শিক্ষক কাজির চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে বলেছেন।'

সবাইকে নিশ্চিত—আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে!
কিন্তু ক্ষমা কি মিলবে?
তাদের অপরাধ কি আল্লাহর রাসুল ক্ষমা করবেন?!
হায় যদি ক্ষমা মিলত!
কিন্তু কী আশ্চর্য!
আল্লাহর নবী,
রহমতের নবী,
করুণার নবী দাঁড়ালেন কাবার দরোজায়!
তাকালেন দয়াভরা, মায়াঝরা দৃষ্টিতে—সমবেত জনতার দিকে!
ছোট্ট নীরবতার পর বললেন—
আবেগমথিত কণ্ঠে,
দয়াভরা কণ্ঠে,
মমতাঝরা কণ্ঠে—
'কুরাইশ সম্প্রদায়, কী মনে হয় তোমাদের? আজ আমি কেমন আচরণ করতে পারি তোমাদের সাথে?'

হাজার হাজার কণ্ঠে তখন জওয়াব ভেসে এলো একসাথে,
'ভালোই তো মনে হয়! আপনি যে মহান! আপনি যে উত্তম ঘরের সন্তান!'
বড় খুশি হলেন জওয়াব শুনে দয়ার নবী!
করুণার নবী!
রহমতের নবী!
ক্ষমার নবী!
বললেন,
'যাও, তোমরা মুক্ত! আমি ক্ষমা ঘোষণা করলাম! আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই!'
বাবা এ কথা বলে থামতেই সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল,
'আহা কী দয়ালু রাসুল তিনি!
কী মায়া... কী ছায়া তার হৃদয়ে!'

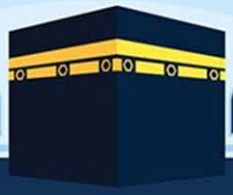

উমর ছুটে এলো কোত্থেকে যেন, হন্তদন্ত হয়ে।

'আপু, আপু! শোনো, কাল আমরা যাচ্ছি ভ্রমণে! আব্বু কথা দিয়েছেন! আমাদেরকে ভ্রমণে নিয়ে যাবেন!'

আয়েশা এই সুসংবাদে খুশি, অনেক খুশি। বলল,

'তাই নাকি! তাহলে তো খুব মজা হবে! ইশ, কতদিন কোথাও যাওয়া হয় না। আমি ভ্রমণ খুব পছন্দ করি। ইচ্ছা হয় শুধু ভ্রমণ করতে। পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে।'

'হ্যাঁ আমিও! আমিও খুব পছন্দ করি ভ্রমণ করতে। কাছে, দূরে। দূর অজানায়। আয়েশা আমি যাচ্ছি। প্রস্তুতি নিতে হবে। ব্যাগ গোছাতে হবে।'

'হ্যাঁ, আমার ব্যাগও গোছাতে হবে।'

উমর-আয়েশা গভীর মনোযোগ দিয়ে বাবার কথা শুনছিল।
কী সুন্দর সুন্দর হাদিস!
কী মিষ্টি মিষ্টি কথা আমাদের প্রিয়নবীর!
পাশাপাশি কী কঠিন উচ্চারণ!
সত্যি অনেক ভয়ের কথা!

আমানত রক্ষা করতে না পারলে এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলে—থাকবে না কোনো ঈমান, থাকবে না কোনো দ্বীন।
উমর মাথা তুলে বাবার দিকে তাকাল। বলল,
'বাবা, আজ কোনো গল্প হবে না বুঝি! খুব শুনতে ইচ্ছা করছে।

শুরু হলো প্রতিযোগিতা।

না, উমর প্রথম স্থান অর্জন করতে পারল না। দ্বিতীয় স্থান অবশ্য পেয়েছে। আয়েশা আফসোস করে বলল,

'ইশ, উমর অল্পের জন্য প্রথম স্থানটা অর্জন করতে পারল না।'

বাবা পাশেই ছিলেন। চুপচাপ শুনলেন মেয়ের কথা। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

'দ্বিতীয় স্থান অর্জন করতে পারাটাও কম না আয়েশা!'

উমর কাছে আসতেই বাবা খুশি খুশি মুখে বলে উঠলেন,

'অভিনন্দন! অভিনন্দন!'

আয়েশা কিন্তু উমরের দ্বিতীয় স্থানটা মেনে নিতে পারল না।